পিঠপোড়া গন্ধ

অমল দাশ

আইডিয়া প্রকাশন

পিঠপোড়া গন্ধ Pithpora Gandha
অমল দাশ Amal Das

প্রকাশক Publisher
মাসুদ রানা সাকিল Masud Rana Shakil
আইডিয়া প্রকাশন IDEA PROKASHON
রংপুর, বাংলাদেশ Rangpur, Bangladesh
☎+৮৮০১৭২৬ ৯৭৬৯৮২ ☎+8801726 976982
adideabd@gmail.com

© লেখক © Writer

প্রথম প্রকাশ First Edition
জানুয়ারি ২০২৩ January 2023

প্রচ্ছদ Cover
সাকিল মাসুদ Shakil Masud

মূল্য Price
৬০ টাকা 60 TK. $10

মুদ্রণ ও গ্রাফিক্স Printed by
আইডিয়া প্রেস, রংপুর Idea Press, Rangpur

অনলাইন পরিবেশক Distributor
রকমারি ডট কম rokomari.com
দারাজ ডট কম daraz.com

ISBN 978-984-97806-6-3
www.ideaabd.com

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

IP 353

উৎসর্গ
আমার মা

ক বি তা ক্র ম

স্ট্যাটাস ৭; আভরণ ৮; মাটির মানুষ ৯; কালমাটি ১০
কালো রাত ১১; পুনর্জনম ১২; কথা দিলাম ১৩
পিঠপোড়া গন্ধ ১৪; বাৎসল্য ১৫; রঙিন জলপরি ১৬
নীলস্বপ্ন ১৭; শরীর সেবা ১৮; পিতৃপক্ষ ১৯
দলবদল ২০; ঘোলা নজর ২১; পাহাড়বাসী ২২
পৌষ পার্বণ ২৩; আমার বসন্ত ২৪; কলঙ্কিনী নদী ২৫
মানসাই ২৬; বিভাবরী ২৭; মায়ের ভাষা ২৮
পর্যাবৃত্ত ২৯; পরাগ পরশ ৩০

স্ট্যাটাস

মিশে যেতে চায় নিবিড়ভাবে
হোঁচট খায় প্রতি পদে।
স্ট্যাটাস বড়ো বালাই
খুঁটিয়ে দেখে আন্টির আদুরে বউ
মুখ টিপে হাসে স্বামীর সঙ্গীরাও
তাই মানিয়ে চলা
কী করব আমি?
কী বা করতে পারি?
তবুও চেষ্টা করেই চলেছি
সোহাগ বিছানা থেকে আজ পর্যন্ত
মানিয়েই তো চলেছি সর্বত্র

হিজাবের আড়ালে লুকিয়ে কেঁদে
ছেড়ে দিয়েছি সালোয়ার কামিজ
দরবারে রাখা
শরমের মাথা কাটা যায়
উন্মুক্ত পিঠের উঁকিমারা অন্তর্বাসের ফিতা...

আভরণ

তোমার শরীরে হাঁটতে বেড়িয়েছি
কখনো চড়াই আবার কখনো উতরাই
বারেবারে হারিয়ে যাই
কোন খাঁজে অথবা ভাঁজে
পা পিছলে পড়েও গেছি কয়েকবার।
নিটোল দেহের মসৃণ ত্বকে
আশ্রয় পেতে চাই।

ঘর্মাক্ত লবণাক্ত হয়ে উঠুক
দেহের স্বাদ
জলকেলি করি স্রোতের কিনারায়
হাঁসের পাখনা দিয়ে
জলছবি আঁকি নাভির গোড়ায়

তুমি আমার নীলকণ্ঠ

মাটির মানুষ

বড়ো একটা গণতন্ত্র পিষে গেল গ্রাম্য পিচরাস্তায়
দর্শক অনেক, আতঙ্ক ঘাপটি মারে-
তামাটে চামড়ার নিচে; ঘর্মবিন্দুর গভীরে;

এরা সাক্ষরহীন চিরকাল
ভাগাপান খায় আর পিক ফেলে সাদা জামাতে-
পাছে কেউ শোনে, তাই উল্লাসে মিশে গিয়ে
হৃদয়ের উপর হাঁটে খুব কষ্ট করে।

অভ্যাস ক্রমশঃ হাঁটুর নিচে নামতে থাকে
মানুষটির চোখের নরম মাংস
অবশ হয় মাটির মতো
গড়াগড়ি খায়
বে-আব্রু হয়
ন্যাংটো হয়ে চিৎকার করে লজ্জা ঢাকতে
তামাশা কত দিন চলবে!

কালমাটি

রঙের বাহার শহরে গ্রামে রং চেনা দায়
পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে হাঁটছে নাঙাপায়।
কালোবিড়ালে ভয় কাটিয়ে শিউরে ওঠে না আর
ভয়ে মুখ ঢাকে তারা ওপাড়ায় ঘর যার;
কোমরে গোঁজা শাসকের নখ, হাতে পেশিও আছে
মরণের চেয়ে আতঙ্ক বেশি, জীবন যদি যায় পাছে!
ওদের আবার ইজ্জত আছে? মাসতুতো ভাই একেকটা
আজ যদি সে আগুনের রং ধরে কাল আরেকটা!
আতঙ্কের চোখ জ্বলে দিন-রাত পোড়াতে নেই দ্বিধা
রাত বাড়ে, বাড়ে হিংস্রতা, ওরা চন্ডালের বিধাতা।
মা হারায় যুবসন্তান আজ, আগুনে দিয়েছে ঝাঁপ
নৈতিকতা হারিয়েছ বলে, বিবেক করবে না মাফ!

কালো রাত

কালো রাত বাতাসের নীল ঝর্ণা
জাগ্রত চাঁদের আলো মনের মোহনা।
হারানো স্বপ্নের মেঘে ঘুম হারিয়ে গেল
চাঁদরাতে ছুটে এলো ভেঙে ভেঙে চিঠিগুলো।
মনের আবেগ পঙক্তি সাজায়
অতীতের স্মৃতি জড়ায়।
মুছে যায় রাতের মোহিনী ছায়া
ছোটো স্বপ্নগুলো পূরণ করে যায় চাঁদের মায়া...।

পুনর্জনম

কোমল ছোঁয়ায় সারারাত জেগে থাকে সুখে,
প্রভাত উঁকি দেয় শিয়রে চৌকাঠ ডিঙায়
উল্লাসে ভেসে বেড়ায় সোদরের আঙিনায়
লম্বা করা পায়ের ফাঁকে অশ্রু ঝরায় দুখে।

অবান্তর অনুতাপ ছড়ায় দাবানলের আগুনে
কটুক্তি সজোরে ধাক্কা মারে সামাজিক দেয়ালে
আইনের চৌকাঠ শক্ত হয় পুঁজিবাদের খেয়ালে
কাপুরুষের জন্মান্তর আজীবন বসন্তের ফাগুনে!

মিল-অমিলের অভিলাষ অতিক্রম করে রেখা
মহৎ দৃষ্টিকোণ উৎসুক গণ্ডি পারাপারের আশা
নোঙর ফেলে অগভীর হৃদয়ে মিত্রপক্ষের পাশা
আজীবন কাঁদে সমরে দাঁড়িয়ে দুঃস্বপ্নে দেখা।

মরচে পড়া তলোয়ারটা মাথার ওপর ঘোরে
স্বপ্ন জেগে ওঠে দুঃস্বপ্ন হয়ে, স্বপ্নদোষের ভয়ে
পুঁজ জন্ম নেয় নিশান বেঁধে মাতৃকোষের হয়ে
অস্পষ্ট রাতের টিকিট কাটে মাসতুত চোরে।

কথা দিলাম

বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধের মতো লাগে তোমার হাসি
পায়ের নখের ডগায় চিমটি কাটলেও বেহুঁশ থাকি নেশায়,
দোষের মধ্যে দোষ,
সামান্য এইটুকুই।
জ্ঞানশূন্য বুকটাকে আগলে রাখি বইয়ের তাকে।
হাঁটতে চেষ্টা করি।
আমি তো সবে হাঁটি হাঁটি পা পা
শক্ত হয়নি দু'পায়ের সবলতা।
পড়ে যেতে যেতে ঠিক উড়ে যাবো একদিন
তখন পারবে তো কাঁদাতে?
সেদিন বইয়ের আলমারির সব পৃষ্ঠা বুকে করে
মলিন বেশে এসে জ্ঞান শোনাবো
চোখের জলে মুছে দেবো বারুদের চিহ্ন...

পিঠপোড়া গন্ধ

লেপ্টে থাকা রোদ, পোড়া গন্ধ বাতাসের গায়
পুড়ছে কৃষক, পুড়ছে যে মুটে
কাড়ছে জীবন বাঁধন যে খুঁটে
ব্যসার্ধের দড়ি লক্ষণরেখা, কতটুকু তারা পায়?

বাৎসল্য

পুত্রস্নেহে মাতোয়ারা মন
মৃত্যু ঘটিয়েছে অজান্তে
কৃতিসন্তানের আহ্লাদে।
আজও সমাদৃত একই রকম
কোনো না কোনো মঞ্চে।
হাবুডুবু খাওয়া আগামী প্রজন্মকে
তলিয়ে যাওয়ার পুনরাবৃত্তি দেখে
আঁতকে ওঠে ভগ্নহৃদয়।

তাকিয়েই থাকে ক্ষমাহীন দৃষ্টি
গভীর হয় রাত, গাঢ় হয় পানীয় বোতল
বাড়তে থাকে পোড়া সিগারেটের স্তূপ
মাদুরের তলা থেকে উঁকি মারে ভুজিয়ার টুকরো।
অনায়াসে চলে ঔদ্ধত্য-
অনবদ্য সুর তোলে দোতারায়, মাতোয়ারা সেই লোকটা;
অনুরোধে ভাঙা গলায় গেয়ে চলে মা ও মেয়ে
ভদ্র আতিথেয়তার ভান করে।

আরও শক্ত হতে চায় ভঙ্গুর মেরুদন্ডটা,
কত অপরাধের সাক্ষী হয়ে জেগে থাকে;
পুরনো কাঠের চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে থাকা,
বাড়ির সেই বুড়োটা-

রঙিন জলপরি

জলপরি রাত জাগে অতলে
গভীর নিদ্রার নেশা কাটে
অন্ধকারে বেড়ে যায় নিশাচরের পদচিহ্ন
জীবনের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে হয় রূপান্তর।
রাতের পর রাত অশ্রুসিক্ত
অসমাপ্ত মায়াজাল ছিনিয়ে নেয় বাহুবল
আঁচড় কাটে উরুতে, জন্মদ্বারে।
জলপরি জেগে থাকে,
ভ্যাপসা গন্ধ আর আঁশটে স্বাদের পানশালায়।
ঠোঁট ছুঁয়ে দাঁতের গোড়ায় বেরঙ ধরায়
এ হাসি কোনো মানবের নয়, দানবের...!

হাসি দেখে খিলখিল করে ওঠে রঙিন জলপরি?

নীলস্বপ্ন

আলোর পূর্ণ প্রতিফলনের পর
মরীচিকার সঙ সাজতে ধরা পড়ে যাই
অভিশাপে ভীত আমার কণ্ঠ
বালুর গভীরে আর্দ্রতা খুঁজি নগ্নহাতে।
বালিয়াড়ির টানেলে আঁতকে উঠি;
চোখের মোহ কাটে উষ্ণ বালুতাপে।
শীৎকারে জেগে ওঠা,
ভয়ার্ত চোখ ডুবে যায় গভীর কোটরে।
ক্ষমাহীন দৃষ্টির উৎস দূরত্ব বাড়ায়
হারিয়ে যায় বহু আলোকবর্ষ দূরে।
ছোটে তপ্ত মরুর পৃষ্ঠতলে
অজান্তে খেলা করে মায়াবি আলো
পায়ের ফোসকায় প্রতিফলিত হয় নীলস্বপ্ন।

শরীর সেবা

মাথা নত করে দাঁড়িয়ে অর্থহীন প্রতিশ্রুতির আশায়
মন্ত্রীবাড়ির সদর দুয়ারে- চোখ ধাঁধানো অট্টালিকায়
লজ্জার মাথা খেয়ে ঘা ধরিয়েছে দেয়ালের পাশে
আসবাব আর শোপিসগুলো দাঁত কেলিয়ে হাসে।
জামার বোতামের ঘরে
ফাঁস লেগে
ছটফট করে তীক্ষ্ণ বড়শির ডগায়,
উল্টো গুনে নির্বাক হবে ভেবে
স্বস্তি পাই লম্বা লাইনের মাথায়।
বিশ্বময় সাক্ষী হয়ে
লটকে থাকে অন্তর্জালের পাতায়।

পিতৃপক্ষ

মিশকালো রজনীর
আড়মোড়া ভাঙার আগেই
গঙ্গার ঘাটে পিতৃতর্পণ সেরে নিতে উত্তরপুরুষ,
সাধু সন্ততি একযোগে উপনীত।
দূর হতে ভেসে আসে
শীতল সমীরণ মিশ্রিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ।
নবপ্রভাতের শ্বেতশুভ্র গঙ্গার জল হাতে
উচ্চারিত হয়
স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ।

দলবদল

বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে একযুগ ধরে
মাথা নত হতে হতে বেঁকে গিয়েছে ঘাড়
কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, উল্লাসে মত্ত, মাদকে আসক্ত।
অর্থের চোরাস্রোত ফলগু নদীর মরীচিকাময় বালিয়াড়ি
ছানিপড়া চোখেও প্রতিবিম্ব ভাসে অনায়াসে
চোর পুলিশের খেলা নজর ফ্যাকাশে,
এ কোন্ লুকোচুরি?
আজও 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি!'

মানুষ আজ জোড়কলম শাখা,
কার ঘাড়ে রাখা ক'টা মাথা?

ঘোলা নজর

দেওয়ালে ঘড়িটা থমকে বড্ড সেকেলে
টিকটিক ঠিকই দুলছে পেন্ডুলাম
সবুজ স্মৃতির চাবুক
আঘাতে ফ্যাকাশে-বিবর্ণ চোখ
ব্যথা চিনচিন করে বুকে।
ডিসটেম্পার করা রঙিন দেওয়ালের মতো
হাঁড়গোড়ের পলেস্তারা খসে পড়ছে নিত্য।
স্যাঁতস্যাঁতে বিছানা, ময়লা মাখা বালিশ-কম্বল
সালোকসংশ্লেষহীন নিথর দেহ
শুধু টনটনি বোল।
বুক চিরে সেলাই করা
বিমূর্ত চিত্ত,
জাম্বো ছাদ পাখাটা সারাদিন ঘড়ঘড় শব্দ
নির্দয় বাতাস তার হতাশায় জব্দ।

পাহাড়বাসী

শীতকালে শীতের আমেজ হারিয়ে গেল হায়রে
সকালের তপ্ত রোদে পিঠ বুঝি পুড়ে যায় রে।
পসারি বসে পসরা সাজিয়ে হরেক রকম সবজি
বাঙালি রসনা রসে ভরপুর খায় ডুবিয়ে কব্জি।
ভূমিপুত্রদের তাড়িয়ে দখল নিয়েছে পাহাড়ে,
ঘাড় মটকে গড়েছে দালান রঙ-বেরঙের বাহারে।
মাতৃভিটে হারানোর জানা-অজানা শত শঙ্কায়,
সরকারি ফরমান শুধু লেখা হয় খাতার পাতায়।
মস্ত মলের মালিক লুকিয়ে পাহাড়ের গুহায়,
ভূমিপুত্রের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়।
গারো হিল কি তবে হারিয়ে যাবে গভীর তিমিরে?
বেড়াজালে ফেঁসে আছে মানুষ, মধু খায় অতিথি ভ্রমরে!

পৌষ পার্বণ

একদলা বাষ্প হিমাঙ্কের নিচে নেমে শক্ত হয়েছে তার শরীর।
বুকের কাছে তুলো জড়িয়ে পারদের ওঠানামা দেখে সারাক্ষণ
হিমেল পৌষ উঁকি মারে ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতির প্রতিপাদ স্থানে।
স্বাদ পায় লম্বা স্পর্শেন্দ্রিয়তে।
পিঠে, পায়েস, নলেন গুড়ের জীবাশ্ম, হয়ে ওঠে জ্যান্ত।

আঁকিবুকি কাটি দিনভর।
স্রোত বয়ে যায় শিশিরের কণাতে,
রক্তবর্ণ আঁখি যেন ভোরের রবি,
বাষ্প হয়ে উড়ে যায় রাতের পান করা জল।

আমার বসন্ত

বসন্ত এসে, চলেও যাবে রঙিন করবে তোমাদের
এই বসন্তেও যে আমার বৃন্ত রসহীন, শুষ্ক
ঋতুরাজ রাখেনি খবর!
দেহের রেচন পদার্থ চুয়ে পড়ে অসময়ে,
শিমুল পলাশের রক্ত কণিকা আকণ্ঠ পান করেও
তৃষ্ণার্ত থাকি ফি-বছর।
নাভির গোড়ায় তলপেটে বহুমাত্রিক শূন্য গহ্বরে,
হারিয়ে যাই আমি তোমাদের উচ্ছিষ্ট আবিরে...

কলঙ্কিনী নদী

কঙ্কালসার বুকটার ওপর
সারাবছর শুয়ে থাকে চুলে পাকধরা সাঁকোটা
এপার-ওপার
পানকৌড়ি রোদ পোহাতে
ডানা মেলে বাঁশের মাথায়,
পায়ে নূপুর পরে হট্টিটি।

আচমকা মেঘের গর্জনে জেগে ওঠে
আধঘুম চোখে
যেন নব যৌবনবতী
খিলখিল হাসে, ঢলে পড়ে গায়ে।
গর্ভবতী হয় নির্লজ্জের মতো
বেপরোয়া মাতাল ধাক্কায় ভেঙে পড়ে
দুই জঙ্ঘার কাছাড়।
বয়ে যায় চেনা-অচেনার দেশে
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নড়বড়ে সাঁকোটাকে
জন্ম দেয় খেয়া পারের হাল-দাড়-মাঝির

শরীর খানিক ঠাণ্ডা হতেই
আবার জেগে ওঠে ওর নাভিমূল
উঁকি দেয় পুরনো জিরজিরে হাড়
হাত ধরে আরেক নতুন সাঁকোর

মানসাই

কত জল যে বয়া নিয়া যাও মানসাই
এক দেশ থাইকা আরেক দেশ
তার খোঁজ কেউ রাখে না?
দিনে দিনে কেমন যেন হয়্যা যাইতেছ তুমি?
সেই দিনের যৌবন নাই আর
উথাল পাতাল করা একেকটা ঢেউ
আছড়ে পড়তো তোমার পাড়ে!
আজ শুধু হতাশা আর হতাশা!
পেটের ভেতরের জীবগুলো ধীরে ধীরে হারায়া গেল বালুর গভীরে।
বুকের ফুসফুস ফোফরা কইরা জল চুইষা নিল পৃথিবীর গুরুমন্ডল
বুক ফুটা কইর‍্যা ইট-পাথর-লোহা-লক্কর হাইন্যা
তোমার মাথায় লাথি মাইর‍্যা যায় কত মানুষ!
হায়নার মতো খুবল্যা খায় বালুতোলা যন্ত্র
মুখ বুইজা আর কত সহ্য করবা তুমি?
তোর্সাপাড়ে তোমার সখিরা হাত ধইর‍্যা কান্দে?
অগোর দেহাটা যে ভালো নাই
প্লাস্টিক আর থার্মকলের জ্বালায় জীবন ওষ্ঠাগত।
চারদিকে খালি ধুধুয়া বালির মাঠ,
বৃষ্টি নাই, গাছ নাই, ঠান্ডা বাতাস নাই, আছে খালি বিষ
নদীর ভরা যৌবন আর ফিরা আসে না
প্রিয়তমা মানসাই–
খালি মুখ বুইজ্যা বয়া চলা ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় নাই!
ওরা কি জানে?
তোমার যে চলার শ্যাষ নাই!
তোমার যে কোনো গন্তব্য নাই-
খালি এক দেশ থাইকা আরেক দেশ বয়া যাও!
সেই দেশ থাইকা অন্য দেশ...
কখনো তুমি তিস্তা, কখনো তুমি ধরলা, কখনো তুমি তোর্সা
তুমি যে আমার প্রিয়তমা মানসাই...

বিভাবরী

বিভাবরী তুমি যে বলছিলা,
এই ফাগুনে খোঁপায় পলাশ গুঁজে দিতে?
মাদার ফুলের হার পরায়া দিতে?
হাত ভর্তি কইরা আমি কতগুলা পলাশ আনছি, দেখ
তোমারে সাজামু বইল্যা।
পাগারের পাড়ে দাঁড়ায়া আছে শিমুল গাছ
টকটকা লাল ফুল
ঘরের চালের উপর পইড়্যা আছিলো
বাসি হওয়ার আগে তুইল্যা রাখছি বিভা;
তোমারে মালা গাঁইথা দিবার জন্যে।

তুমি তো কইছিলা বিভা,
চুপি চুপি দেখা করবা পুকুর ঘাটে
নাইলে মরা নদীটার পাড়ে
যেইখানে কালাইয়ের খ্যাত হয়।
তুমি চাইছিলা জোছনা রাতে হাতে হাত রাইখ্যা হারায়া যাইতে–

ক্যান তাইলে, আমারে ছাইড়্যা গেলা?
কোকিলের কুহুডাকে তোমার ঘুম ভাঙলে
ক্যান আমার কথা মনে পড়ে না আর?
আইজ মিশমিশা কালা কোকিলটা
কেমন উদাস মনে কু..উ কু..উ... কইর‍্যা ডাকতেছে

তুমি কই আছ বিভা?
আমার বিভাবরী...
এই কোকিল, এই পলাশ, এই শিমুল,
আজকের বসন্তের প্রথম জোছনা রাত,
শুকনা নদীটার পাড়, পাগারের পাড়, সবুজ কালাইয়ের খ্যাত
অথবা কালো রাত
সবাই বড়ো একলা, বড়ো দিশাহারা
খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা পথভোলা উন্মাদ...।

মায়ের ভাষা

কেমন আছে বাংলাদেশের রাজপথ?
কেমন রেখেছ আমার ঢাকাবাসীকে?
প্রিয় বাঙালি,
এখনও কি আছে তোমার গায়ে-
আমাদের রক্তের দাগ?
রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়নি তো?
ধুয়ে যায়নি তো বৃষ্টির পানিতে?
পুড়ে যায়নি তো সূর্যের প্রখর তেজে?
কোনো মা কি এখনও খোঁজে–
রফিক, বরকত, সালাম, জব্বার কিংবা সফিউরকে?

প্রিয় বাঙালি,
এই নির্জন খেজুর কাঁটার নিচে শুয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে-
আমরা কি এখনও আছি তোমাদের হৃদয়ে,
নাকি হারিয়ে গেছি দিবস উদ্‌যাপনের মিছিলে?

আমরা কি এখনও বেঁচে আছি
সকল শিশুর অন্তরে
প্রভাতফেরির শুভ্র সকাল, শিশিরবিন্দুতে

মায়ের কোল থেকে নেমে আসা শিশু কি বুক চিতিয়ে বলে–
"আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা"

শুনেছি আজকাল লোকে প্রভুদের পায়ের তলার ভাষা শেখে
আর শেখে খেঁজুর গাছ ও মরুভূমির বালির ভাষা!

ও আমার বাংলা মা
তোমার কোলে আবার আমাদের জন্মাতে দাও
আমি শিখি অ আ ক খ...

পর্যাবৃত্ত

বাতাসের যে কান আছে
গাছের পাতাও টের পায়নি
স্কুলের হেড স্যার কষে ধরে
টেনে এনে ছেড়ে দিয়েছে বাতাসেই
খুঁজতে খুঁজতে হোঁচট খাই পুনঃ
পাপ হবে জেনে খোলস ত্যাগ করেছি
ভুলে গেছি আমিও এককোষী
হাড়হীন কীট
রক্ত চুষে টুপ করে সরে পড়ি।

পরাগ পরশ

আমি কীট
অথচ দেহে ফুলের সুগন্ধ
ডাক দিয়ে যাই নতুন প্রভাতকে
পরাগ রেনু দেহের রোমে
মিলন ঘটাতে
সম্ভ্রম খুইয়েছি অনেকবার

সৃষ্টি করেছি নতুন পৃথিবী
জন্ম নেবে আরও একটা কীট
এভাবে বেঁচে থাকি তোমাদের দেহে
পরজীবী হয়ে
নতুন পরাগ রেনু মেখে